দেখাইয়া যে পদার্থটি সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা পাওয়া যায়, সেই পদার্থটি শ্রীগুরুচরণ সমীপ হইতে শিক্ষা করিতে হইবে। এক্ষণে কোন্ বস্তুটি সর্ব্বত্র পাওয়া যায়—তাহাই ব্যাখ্যার দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন। যাহা সর্ব্বশাস্ত্রে, সর্ব্বকর্ত্তায়, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকরণে, সর্ব্বদ্রব্যে, সর্ব্বক্রিয়ায়, সর্ব্বকার্য্যে, সর্ব্বফলে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই একে একে প্রমাণের দ্বারা দেখাইতেছেন। সমস্ত শাস্ত্রে যে ভক্তির অবশ্যকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ সংবাদে বর্ণিত আছে ; যথা—

সংসারেঽস্মিন্ মহাঘোরে জন্মমৃত্যুসমাকুলে।
পূজনং বাসুদেবস্য তারকং বাদিভিঃ স্মৃতম্॥

সমস্ত শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণ বলেন—এই মহাঘোর জন্মমৃত্যুসমাকুল সংসারে শ্রীবাসুদেবের পূজাই সংসার-দুঃখ হইতে উদ্ধারকারী ; এই প্রমাণে সর্ব্বশাস্ত্রে শ্রীভগবদ্ভজনেরই যে অবশ্যকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই দেখানো হইল। সর্ব্বশাস্ত্রেও অন্বয়মুখে যে শ্রীভগবদ্‌ভজনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতে ২।২।৩৪ শ্লোকে শ্রীশুকমুনি পরীক্ষিত মহারাজকে বলিয়াছিলেন—

ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যথা ভবেৎ॥

ভগবান্ ব্রহ্মা একাগ্রচিত্তে নিখিল বেদ তিনবার বিচার করিয়া ইহাই স্থির করিয়াছেন যে—নিখিল বেদ যাহা হইতে ভগবান্ শ্রীহরিতে রতির উদয় হয়, তাহাই অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন। ইহার দ্বারা নিখিল বেদের শ্রীভগবদ্ভক্তিরই মুখ্য অভিধেয়ত্ব দেখান হইল। তেমনই স্কন্দ পুরাণেও উল্লেখ আছে যে—

আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণো সদা॥

সমস্ত শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া পুনঃপুনঃ বিচার করতঃ মুখ্যরূপে ইহাই সুনিষ্পন্ন হইল যে, সর্ব্বদাই নারায়ণকে ধ্যান করিতে হইবে।

ব্যতিরেক অর্থাৎ নিষেধমুখেও—

"পারং গতোঽপি বেদানাং"

ইত্যাদি শ্লোকেও দেখানো হইবে যে—সর্ব্ববেদবিৎ হইয়াও যে জন জনার্দ্দন শ্রীহরিতে ভক্তিহীন, তাহার সমুদায় অধ্যয়ন পণ্ডশ্রম মাত্র।

এই বিষয়গুলি পরে দেখান হইবে। এখানে সকলেই যে ভগবান্‌কে